যায়যায়দিন

তারিখ ... 6 APR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ২ ...

ছাত্রলীগকে কঠোর হুশিয়ারি

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ যেন কার্যকর হয়

ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগের ওপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে এর সাংগঠনিক নেতৃত্বের পদ ছেড়ে দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। দেশের বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলসহ সহিংস ঘটনায় ক্ষোভ ও তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, ছাত্রলীগ বা যে সংগঠনই হোক, ছাত্র নামধারী যারাই সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি বা টেন্ডারবাজির ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকবে তাদের কঠোর হস্তে দমন করা হবে। তিনি ওইসব ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তাৎক্ষণিক আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর প্রতি নির্দেশ দেন। শনিবার সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ সভাপতিমণ্ডলীর জরুরি সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগসহ সংশ্লিষ্টদের প্রতি হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, এখনো সময় আছে, সংযত হও। অন্যথায় কেউই রেহাই পাবে না। জড়িতদের চরম শাস্তি পেতে হবে।

আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের তিন মাস পূর্তির মাত্র দুদিন আগে দলটির ছাত্র সংগঠনের বিষয়ে এ ধরনের চরম হুশিয়ারি উচ্চারণ করতে হলো। এমন নয় যে গত তিন মাসে ছাত্রলীগকে নিবৃত্ত করার জন্য নতুন সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী-এমপিরা চেষ্টা করেননি। তারা অনেক চেষ্টা করেছেন, নরম-গরমে অনেক বুঝিয়েছেন, অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের কমিটি স্থগিত করেছেন। কিন্তু ছাত্রলীগ যেন লাগামহীন পাগলা ঘোড়ায় পরিণত হয়েছিল। চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ভর্তিবাণিজ্যসহ নানা ইস্যুতে ক্যাম্পাসগুলোতে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়তই সংগঠনটি হামলা-সংঘর্ষ, হত্যা-খুন ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছিল। ছাত্রলীগের শাখা কমিটির ওপর কেন্দ্রীয় কমিটির নিয়ন্ত্রণ এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ওপর আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ বলতে কিছুই ছিল না। এ অবস্থায় আওয়ামী লীগ সভানেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন আওয়ামী লীগ যা অর্জন করছে, সহযোগী সংগঠন ছাত্রলীগ তা বিসর্জন দিচ্ছে। আর তখনই তিনি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক পদ থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেন। এখন প্রশ্ন হলো, সভানেত্রী শেখ হাসিনার এ সিদ্ধান্তকে ছাত্রলীগ আবেগী সিদ্ধান্ত হিসেবে নেবে না বেগ বা গতিময় সিদ্ধান্ত হিসেবে নেবে?

ছাত্রলীগের উচ্ছৃঙ্খল কর্মীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার কথা গত তিন মাসে প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট অনেকেই বলেছেন। কিন্তু সে নির্দেশ কার্যকর হয়নি। বরং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব আরো বেড়েছে। এখন চরম ব্যবস্থা নেয়ার কথা বলা হচ্ছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, এ নির্দেশই বা কতোটুকু কার্যকর হবে। কারণ এর আগে আইনি ব্যবস্থা নেয়ার নির্দেশ তো প্রধানমন্ত্রীই দিয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর সে নির্দেশের পরও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ছাত্রলীগকে নিবৃত্ত করতে নিস্পৃহ থেকেছে। এখন সে একই বাহিনী কতোটুকু স্বতঃস্ফূর্ততা দেখাবে বা সরকারের কাছ থেকে তারা কতোটুকু সহায়তা পাবে, তা প্রধানমন্ত্রীকে বিবেচনায় নিতে হবে।

প্রধানমন্ত্রী ছাত্রলীগের সাংগঠনিক নেতৃত্বের পদ ছেড়ে দিয়েছেন, এ জন্য ছাত্রলীগের ছেলেরা বইপুস্তক হাতে নিয়ে ক্লাসরুমে ফিরে যাবে, এমন ভাবনা যেন প্রধানমন্ত্রীকে পেয়ে না বসে। প্রধানমন্ত্রীকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে হবে, তিন মাস ধরে ছাত্রলীগকে কারা নাড়াচ্ছে, কারা তাদের বেপরোয়া হতে ইন্ধন জোগাচ্ছে, কাদের আগ্রহে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ-অনুরোধ-উপরোধকে ছাত্রলীগ তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিচ্ছে।

যাদের ইন্ধনে ছাত্রলীগ গত তিন মাস বেপরোয়া ছিল, প্রধানমন্ত্রীর চরম সিদ্ধান্তের পর তাদের ইন্ধন যে থেমে যাবে এমনটি ভাবারও কোনো কারণ নেই। কেননা ইন্ধনদাতাদের মূল্যায়ন আওয়ামী লীগে যতোদিন না হবে, ততোদিন তারা শুধু ছাত্রলীগের মাধ্যমেই নয়, অন্য সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমেও সরকারকে অস্থিতিশীল রাখতে চেষ্টা করবে। আর সে জন্যই প্রধানমন্ত্রীকে আওয়ামী লীগের বাইরের শত্রুর চেয়ে ভেতরের শত্রু বিষয়ে বেশি সচেতন হতে হবে।